



## 13966 - স্বামীর মৃত্যুর শোক পালনকালে নারীর জন্য যে বিষয়গুলো হারাম

### প্রশ্ন

যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তিনি ইদ্দত পালনকালীন সময়ে শোকার্থ অবস্থায় থাকেন। এই শোককালীন সময়ে একজন নারী কি কি বিষয় থেকে বরিত থাকবেন?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শোক পালনকালীন সময়ে নারীর জন্য নিষিদ্ধ হলো:

এক: প্রয়োজন বা জরুরী অবস্থা ছাড়া নিজ গৃহ থেকে বেরে না হওয়া। প্রয়োজন: যমেন, অসুস্থ হলে হাসপাতালে যাওয়া। এক্ষত্রে দনিরে বেলোয় হাসপাতালে যাবেন। জরুরী অবস্থা: যমেন- ঘরটি ধ্বংসে পড়ার উপক্রম হওয়া এবং নিজের উপর ধ্বংসে পড়ার আশংকা করা কথিবা ঘরে আগুন লাগা কথিবা এ জাতীয় অন্য কিছু..।

আলমেগণ বলেন: প্রয়োজনরে তাগদি দনিরে বেরে হবেন। পক্ষান্তরে জরুরী অবস্থা ছাড়া রাত্রে বেরে হবেন না।

দুই: সুগন্ধি। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদ্দতপালনকারী নারীকে সুগন্ধি ব্যবহার করা থেকে বারণ করছেন। তবে হয়যে থেকে পবিত্র হলে তিনি কিছু আযফার (এক প্রকার সুগন্ধি) ব্যবহার করবেন; যাত্রে করে হয়যেরে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

তিনি: সুন্দর পোশাক না পরা; যে পোশাক সাজ হসিবে গণ্য হয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে বারণ করছেন। বরঞ্চ সাধারণ পোশাক পরবেন; বাসায় সাজসজ্জা ছাড়া যে পোশাক পরে থাকেন।

চার: সুরমা না লাগানো। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিসি ওয়া সাল্লাম এর থেকে বারণ করছেন। যদি এটিনা লাগিয়ে কোন উপায় না থাকে তাহলে রাত্রে এমনভাবে লাগাবেন যাত্রে এর রঙ ফুটে না ওঠে এবং দনিরে মুছে ফেলবেন।

পাঁচ: অলংকার পরাধান না করা। কনেনা যদি সুন্দর পোশাক পরাধান করা নিষিদ্ধ হয়; তাহলে অলংকার পরা নিষিদ্ধ হওয়া আরও অধিক যুক্তিপূর্ণ।

তার জন্য জায়যে— পুরুষদের সাথে কথা ও টেলিফোনে কথা বলা বলা জায়যে; যে ব্যক্তির বাসায় ঢুকার অধিকার আছে তাকে



বাসায় ঢুকান অনুমতি দিয়ে; বাসার ছাদে ওঠা রাতরে বলায় হোক কথিবা দিনরে বলায়। তার জন্য প্রতি জুমাবার গসেল করা অনবির্ষ নয়; যমেনটি সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে। অনুরূপভাবে প্রতি সপ্তাহে তার চুল খলোও অনবির্ষ নয়।

তমেনভিবে ইদ্দত শেষে হওয়ার দিন তার সাথে কিছু নিয়ে বরে হওয়া এবং প্রথম যে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হবে তাকে সদকা করা অনবির্ষ নয়; বরং তা শরিয়তে অনুমোদিত নয়। কেননা এটি বিদিতরে অন্তর্ভুক্ত।